হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ১৯৮৬/১৯৯৫

হামেলা খাতুন

-----সাজাপ্রাপ্ত-আপিলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৭.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ ও বিশেষ জজ-২, মানিকগঞ্জ কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং-৬/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২০.০৮.১৯৯৫ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল মেমো এবং নথি পর্যালোচনা করা হল। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী এর বিস্তারিত যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হল।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং-০৬/১৯৯৩- এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২০.৮.১৯৯৫ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"এই মোকদ্দমাটির উদ্ভব হইয়াছে মানিকগঞ্জ জেলার দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক মোঃ ইসহাক মিয়া কর্তৃক বিগত ২৮-৬-৮৯ ইং তারিখে আসামীদের

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিরুদ্ধে সাটুরিয়া থানায় দায়েরকৃত এজাহার হইতে। উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে সাটুরিয়া থানার মামলা নং ৮, তারিখ-২৮-৬-৮৯ রুজু হয়। *বাদী তাহার নির্মিত এজাহারে বলেন যে, ১নং আসামী হামেলা খাতুন বিগত ১৩-৩-৮৪ ইং তারিখে তাহার নামে ৮২,০০০/= টাকা মূল্যের ১২টি তাঁত থাকা সম্পর্কিত বস্ত্র দপ্তর হইতে ১৪-১-৮৪ ইং তারিখে ইস্যু দেখানো ১৪৬৮১৪ নম্বরের একটি জাল পাশ বহি সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখার তৎকালীন ব্যবস্থাপক ২নং আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের নিকট দাখিল করিয়া ৬৪ হাজার টাকার তাঁত ঋনের আবেদন পত্র দাখিল করিলে তৎকালীন ম্যানেজার ২নং আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান আবেদন পত্রটি পাওয়ার পর ঋণ মঞ্জুর সংক্রান্ত দাখিলী কাগজ পত্র পরীক্ষা না করিয়া এবং বিধি মোতাবেক তদন্ড় অনুষ্ঠিত না করিয়া বেআইনী ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া ১নং আসামী হামেলা খাতুনের সহিত যোগসাজস করিয়া অবৈধভাবে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য ১নং আসামী কর্তৃক দাখিলী বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যু দেখানো জাল পাশ বহিটি আসল পাশ বহি হিসাবে গন্য করিয়া উক্ত জান পাশ বহির ভিত্তিতে হামেলা খাতুনকে ১৪-৩-৮৪ ইং তারিখে ৫৯,৪০০/= টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন এবং উক্ত টাকা প্রদান করেন। ৩০/১২/৮৬ ইং তারিখ পর্যন্ত উক্ত টাকার সুদের পরিমান দাড়ায় ৭৫৮৫ টাকা। সর্বমোট ৮৮,৯৮৫ /= টাকা আসামীদ্বয় পরস্পর যোগসাজসে উল্লেখিত মতে আত্মসাৎ করিয়াছে এবং সরকারকে আর্থিক ক্ষতি করিয়া নিজেরা লাভবান হইয়াছে। আসামীদের উপরোক্ত কাজ দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৭১/১০৯ ধারা এবং তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের ৫ (২) ধারায় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে বলিয়া অভিযোগ করিয়া উলে- খিত এ ধারায় আসামীদের বিচারের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক মোঃ ইসহাক মিয়া উল্লেখিত এজাহার দায়ের করিয়া মামলা রুজু করার অনুরোধ করেন এবং মোকদ্দমাটির তদন্তভার দুর্নীতি দমন ব্যুরোর উপর ন্যাস্ত করার অনুরোধ করেন ।* *উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে মামলা রুজু করিয়া সাটুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলাটি তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মানিকগঞ্জ জেলার দুর্নীতি দমন ব্যুরোর উপর ন্যাস্ড় করিলে জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা মামলাটির তদন্তভার অর্পন করেন এজাহারে কারী দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক মোঃ ইসহাক মিয়ার উপর। মোঃ ইসহাক মিয়া তদন্তকালে মামলার সংশ্লিষ্ট কিছু কাগজ পত্র জব্দ করেন, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং এই পর্যায়ে অন্যত্র বদলী হইয়া গেলে মাঙ্গার অবশিষ্ট তদন্তভার অর্পিত হয় মানিকগঞ্জ জেলার দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক এস, আর, মোসনবীণের উপর । ২য় তদন্তকারী কর্মকর্তা এস, আর, খোসন বীজ তদন্তকালে আরো কিছু কাগজ পত্র জব্দ করেন । এই সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং প্রাপ্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আসামী হামেলা খাতুন এবং এ, টি, এম আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৪০৬/৪০৯/৪২০/৪৬/৪৭১/৪৭৭ (ক) এবং ১০৯ ধারা এবং তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের ৫ (২) ধারায় অভিযোগ পত্র দাবিলের অনুমতি চাহিয়া মামলার সাক্ষ্য স্মারক লিপি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন। আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা হওয়ায় দুর্নীতি দমন ব্যুরো তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য সরকারের অনুমোদন চাহিলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হইতে ইস্যুকৃত ৩০/১২/৯৩ ইং তারিখ হইতে ৪৪° ২০৪° ৪° ৬°১৬° ৯২-১৪৪০ নম্বর স্মারকের নির্দেশ বলে আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দায়েরের অনুমতি প্রদান করা হয়। অতঃপর দুর্নীতি দমন দমন ব্যুরোর নির্দেশ দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিলের নির্দেশ দিলে তদন্তকারী কর্মকর্তা এস, আর, খোসনবীস উভয়ে আসামীদের বিরুদ্ধে বর্নিত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনায়ন পত্রে আসামীদেরকে পলাতক দেখানো হয়। অভিযোগ পত্রটি দায়েরের পর আসামীদ্বয় নিম্ন আদালতে হাজির হয় এবং জামিন প্রাপ্ত হয়। *বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিশেষ আদালতে বিচার্য বিধায় মোকদ্দমার নথী মানিকগঞ্জ দায়রা এবং সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে প্রেরন করেন। বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ উভয় আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আমলে যেন এবং বিগত ১৩-৪-৯৩ ইং তারিখে বিজ্ঞ স্পেশাল সিনিয়র জজ জনাব খোন্দকার মুসা খালেদ একই সাথে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৭১/১০৯ এবং তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনয়ন করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। আসামীদ্বয়কে অভিযোগ বিচারের জন্য অত্র আদালতের প্রেরন করা হয়।* *অত্র আদালতে মোকদ্দমার শুনানী শুরু হইলে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমর্থনের জন্য রাষ্ট্র পক্ষ হইতে এজাহারকারী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ অভিযোগ পত্রে বর্ণিত মোট ১১ জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করা হয় এবং তাহাদেরকে পরীক্ষা করে। উল্লেখিত সাক্ষীদের দ্বারা মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক কাগজ পত্র/দলিলাদি ইত্যাদি আদালতে দাখিল করা হয় এবং প্রদর্শনী হিসাবে সনাক্ত করা হয়। আসামীদের পক্ষ হইতে সাক্ষীদেরকে জেরা করা হয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হইলে আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে আসামীগন নির্দোষ দাবী করে। আসামীদের পক্ষ হইতে কোন সাফাই সাক্ষী দেওয়া হয় নাই। তাহারা কোন আত্মরক্ষা মূলক বক্তব্যও রাখে নাই। তবে বাদীসহ রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের আসামী পক্ষ হইতে জেরা করার সময় প্রদত্ত সাজেশন এবং প্রশ্নের ধারা হইতে আসামী পক্ষের যে আত্মরক্ষা মূলক বক্তব্য পাওয়া যায় তাহা হইল এই যে, আসামী হামেলা খাতুন নিজে বস্ত্র দপ্তরের একজন তালিকাভুক্ত খাটি তাঁত হিসাবে দাবী করিয়াছে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এবং তাহার দাখিলী যে বিতর্কিত পাশ বহিটি ইহার দ্বারা ২ নং আসামী ব্যাংক হইতে তাঁতঋণ নিয়া গ্রহন করিয়াছে, উক্ত পাশ বহিটি বস্ত্র দপ্তর হইতে তাহার নামে ইস্যু করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। কোন প্রকার জাল পাশ বহি ব্যবহার করিয়া জাল জালিয়াতির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখাকে সে প্রতারনা করে বলিয়া দাবী করে। অপরদিকে ২নং আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান এর পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, সে হামেলা খাতুনের নামে বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যুকৃত হামেলা খাতুনের দাখিলী তাঁতঋণের পাশ বহিতে বস্ত্র দপ্তরের পরিচালকের নমুনা স্বাক্ষর দেখিয়া বিধি মোতাবেক তাহাকে তাঁতঋণ মঞ্জুর করিয়াছে । বিধি মোতাবেক হামেলা খাতুনকে বস্ত্র দপ্তরের একজন খাঁটি তাঁতী জানিয়া তাঁত ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।
		<u>বিচার্য বিষয়সমূহ :-</u>
		১। আসামী হামেলা খাতুন কর্তৃক বস্ত্র দপ্তর হইতে তাহার নামে ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে ইস্যু দেখানো ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহিকে আসল পাশ বহি হিসাবে ব্যবহার করিয়া সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখার তৎকালীন ম্যানেজার ২ নং আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের সহযোগীতায় ৫৯,৪০০/= টাকা তাঁতঋণ গ্রহন করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সহিত প্রতারনা করিয়াছে কি ?
		২। আসামী হামেলা খাতুনের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/১০৯ ধারায় অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রমানিত হইয়াছে কি ?
		৩। ২নং আসামী, এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখার ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে নিজে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ১নং আসামী হামেনা খাতুন কর্তৃক তাহার নামে বস্ত্র দপ্তর হইতে ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে ইস্যু দেখানো ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহির ভিত্তিতে কোনরূপ তদন্ত বা যাচাই না করিয়া তাঁত বোর্ডের সংশিষ্ট কর্মকর্তার সুপারিশ ব্যতীরেকে ১৩-৩-৮৪ ইং তারিখে ৫৯,৪০০/= টাকা তাঁতঋণ প্রদান করিয়া হামেলা খাতুনকে অবৈধ ভাবে আর্থিক লাভবান হওয়ার কাজে সহযোগিতা করার অভিযোগ সঠিক কি ?
		৪। আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪৭১/১০৯ ধারা এবং তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় বর্নিত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হইয়াছে কি ?
		<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>
		<u>বিচার্য বিষয়ঃ-</u>
		এই বিচার্য বিষয়টির আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের উপর অন্যান্য বিচার্য বিষয় সমূহের ফলাফল নির্ভর করিবে বিধায় প্রথমেই এই বিচার্য বিষয়টি আলোচনার জন্য লওয়া হইল। আসামী হামেলা খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল এই যে, সে ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে তাহার নামে বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যু দেখানো ১৪৬৮১৪ নম্বারের একটি ভুয়া জাল পাশ বহির ভিত্তিতে সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখায় ৬০,০০০/= টাকার তাঁত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঋনের জন্য আবেদন করে এবং ৫৯,৪০০/= টাকা তাঁতঋণ হিসাবে উক্ত জাল পাশ বহির ভিত্তিতে গ্রহন করে। মোকদ্দমা শুনানীর সময় রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করার সময় প্রদত্ত সাজেশন কিংবা প্রশ্নের মাধ্যমে আসামী হামেলা খাতুনের পক্ষ হইতে ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহির মাধ্যমে ৫৯,৪০০/= টাকা তাঁতঋণ গ্রহন করার অভিযোগটি অস্বীকার করা হয় নাই। এমনটি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে তাহাকে পরীক্ষা করার সময় সে অস্বীকার করে নাই যে, বিতর্কিত পাশ বহির ভিত্তিতে সে সোনালী ব্যাংক সাটুরিয়া শাখায় ৬৪,০০০/=টাকা তাঁতঋণ প্রদানের জন্য আবেদন করে নাই কিংবা ১৩-৩-৮৪ ইং তারিখে ৫৯,৪০০/= টাকা উক্ত ব্যাংক হইতে তাঁতঋণ হিসাবে গ্রহন করে নাই। বরং, তাহার পক্ষ হইতে জেরা করার সময় প্রদত্ত সাজেশন এবং প্রশ্নের ধারা হইতে দেখা যায় যে, আসামী হামেলা খাতুন ১৫-১-৮৪ ইং তারখে তাহার নামে ইস্যু দেখানো ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহি ভিত্তিতে ১৩-৩-৮৪ ইং তারিখে ৫৯,৪০০/= টাকা তাঁতঋণগ্রহন করার কথা স্বীকার করিয়াছে এবং নিজেকে একজন খাঁটি তাঁতী হিসাবে দাবী করিয়াছে। বিতর্কিত পাশবহিটি বস্ত্র দপ্তর হইতে সরাসরি তাহার নামে ইস্যুকরা হইয়াছে কি হয় নাই এই মর্মে কোন সুস্পষ্ট সাজেশন বা জেরা তাহার পক্ষ হইতে রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদেরকে করা হয় নাই । *পক্ষান্তরে রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এবং এজাহারের ও অভিযোগ পত্রের বক্তব্য হইতে রাষ্ট্র পক্ষের যে অভিযোগ তাহা হইল এই যে, বিতর্কিত পাশ বহিতে উল্লেখিত তারিখে বস্ত্র দপ্তর হইতে কোন তাঁত ঋণের পাশ বহি হামেলা খাতুনের নামে ইস্যু করা হয় নাই এবং হামেলা খাতুন বস্ত্র দপ্তরের তালিকাভুক্ত কোন তাঁতীও নহে।* *এখন দেখিতে হইবে যে, হামেলা খাতুনের ব্যবহৃত ১৪৬৮১৪ নম্বারে পাশ বহিটি ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে হামেলা খাতুনের নামে ইস্যু করা হইয়াছিল কিনা এবং হামেলা খাতুন কর দপ্তরের একজন তালিকাভুক্ত তাঁতী কিনা।* *এই মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়ের প্রকৃতিগত কারনে হামেলা খাতুন বস্ত্র দপ্তরের তালিকা ভুক্ত তাতী কিনা অথবা বস্ত্র দপ্তর হইতে তাহার নামে তালিকাটি ইস্যু করা হইয়াছে কিনা এই বিষয়ে সাক্ষীগনের মৌখিক সাক্ষ্য খুবই গুরত্বপূর্ণ। এই প্রসংগে তদন্তকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে জব্দকৃত কাগজ পত্রের বিষয় বস্তু বিরোধীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসায় ক্ষেত্রে মুল নিয়ামক হিসাবে কাজ করিবে বলিয়া আমি মনে করি। মোকদ্দমার উভয় তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাক্রমে মানিকগঞ্জ জেলার দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক মোঃ ইসহাক মিয়া (তিনি মোকদ্দমার বাদীও বটে) এবং এস, আর, খোসনবীশ উভয়ই তাদের সাক্ষ্যে বলিয়াছে যে, মোকদ্দমা তদন্ড়কালে তাহারা সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখা হইতে ১নং আসামী হামেলা খাতুনকে যে লোন কেসের বিপরীত - এ বিতর্কিত পাশ বহি মুলে তাঁতঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই লোন হয়ে কেসের নম্বার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৬২ এর সংশিষ্ট ফাইল এবং বস্ত্র দপ্তর ও তাঁত বোর্ড হইতে সাটুরিয়া থানার তাঁতীদের তালিকার তাঁতীদের নামীয় পাশ বহির রেজিষ্টার এবং মোকদ্দমার প্রাসংগিক কাগজ পত্র জব্দ করিয়াছেন । মোকদ্দমা শুনানীর সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা, (অপাঠ্য) সহ জব্দ তালিকার সাক্ষীগন অর্থাৎ যাহাদের হেফাজত হইতে এবং এবং যাহাদের উপস্থিতিতে সংশিষ্ট কাগজ পত্র জব্দ করা হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যক্তি আদালতে রাষ্ট্র পক্ষ হইতে সংশিষ্ট কাগজ পত্র সমূহ সনাক্ত গল্প করিয়াছেন এবং জব্দকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রের বিষয় বস্তুর উপর বক্তব্য রাখিয়াছেন । লোন কেস নম্বার ২৬২ এর ফাইলে রক্ষিত কাগজ পত্রের বিষয় বস্তু সম্পর্কে লেপন কোন পক্ষের বিরোধ না থাকায় এবং উক্ত ফাইলটি সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাঁখা হইতে আসায় আদালত এই মোকদ্দমার অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমান হিসাবে উক্ত লোন কেস নং ২৬২ এর ফাইলে রক্ষিত কাগজ পত্রের উপর নির্ভর করিয়াছে। *এখন জব্দকৃত কাগজ পত্র এবং সংশিষ্ট সাক্ষ'দের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিব যে, হামেলা খাতুন বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক সাটুরিয়া থানার তাঁতীদের যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে সে উক্ত তালিকাভুক্ত তাঁতী কিনা এবং সাটুরিয়া থানার তালিকাভুক্ত তাঁতী হিসাবে বস্ত্র দপ্তর হইতে তাহার নামে বিগত ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে বিতর্কিত ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহিটি ইস্যু করা করা হইয়াছে কিনা । এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করার সময় কিংবা বাদীসহ রাষ্ট্র পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীদেরকে তাহার পক্ষ হইতে জেরা করার সময় কোন সাজেশন বা প্রশ্ন দ্বারা স্পষ্ট ভাবে এইধরনের কিছু বলা হয় নাই যে, বিতর্কিত পাশ বহিটি সে কিভাবে, কাহার মাধ্যমে এবং কবে প্রাপ্ত হইয়াছে ।* *রাষ্ট্র পক্ষ হইতে দাখিলী প্রদর্শনী ৬ হিসাবে চিহ্নিত আসামী হামেলা খাতুনের ব্যবহৃত ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহিটি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, উক্ত পাশ বহিটি হামেলা খাতুনের নামে ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে ইস্যু করা হইয়াছে মর্মে উলে- খ আছে। উক্ত পাশ বহিতে তাঁতের সংখ্যা উে করা আছে ১২ টি । কিন্তু বস্ত্র দপ্তর হইতে তদন্ড়কাল জব্দকৃত ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহি অফিস কপি হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৪৬৮১৪ নম্বারের মূল পাশ বহিটি রাধারমন নাথ, পিতা জয়চন্দ্র নাথ, গ্রাম মাসুমপুর, পোষ্ট ও নানা সুধারামপুর এর নামে ২৭-১-৮৪ ইং তারিখে ইস্যু করা হইয়াছে। উক্ত জব্দকৃত পাশ বহিতে তাঁতের সংখ্যা উলে- খ আছে ১টি। উলে- খিত অসংগতি ছাড়াও এই মোকদ্দমার সংযোগে তাঁত বোর্ডের লিয়াজো অফিসার সফিউদিদন সিদ্দিকির হেফাজত হইতে ৮-২-৮৮ ইং তারিখে জব্দকৃত প্রদর্শনী ৭ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহিটি ২৭-১১-৮৩ ইং তারিখে ইস্যু করা হইয়াছে । হামেলা খাতুনের ব্যবহার পাশ বহিতে ইস্যুর তারিখ উলে- খ আছে ১৫-১-৮৩ ইং তারিখে । তদন্তকালে বস্ত্র দপ্তর হইতে ২১-৩-৯০ ইং তারিখে ইস্যুকৃত সহকারী ব্যবস্হাপক (মার্কেটিং) আবুল খায়েরের হেফাজত হইতে মিলন বড়ুয়ার উপস্হিতিতে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জব্দকৃত কিছু তাঁত'র নাম সহ তাহাদের নামে ইস্যুকৃত পাশ বহির নম্বারের বিপরীতে ইস্যুর যে তালিকা রাষ্ট্র পক্ষ হইতে আদালতে প্রদর্শনী ১০ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে উক্ত তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, উক্ত তালিকা ১০ নং ক্রমিকে ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশবহিটি রাধারমন নামের নামে ইস্যু করা হইয়াছে । অর্থাৎ বস্ত্র দপ্তরে রক্ষিত কাগজ পত্র অনুসারেদেখা যায় যে, আসামী হামেলা খাতুন বস্ত্র দপ্তরের তালিকাভুক্ত কোন তাঁতী নহে এবং তাহার নামে ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে ১৪৬৮১৪ নম্বারের কোন পাশ বহি বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যু করা হয় নাই এবং হামেলা খাতুন নিজে কিংবা তাহার কোন প্রতিনিধি যে বস্ত্র দপ্তর হইতে উলে- খিত কোন পাশ বহি ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে গ্রহন করিয়াছে ইহার কোন প্রমান নাই । বরং, বস্ত্র দপ্তর হইতে জব্দকৃত কাগজ পত্র এবং সংশি- ষ্ট কাগজ পত্রের হেফাজতকারীর সাক্ষ্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহিটি সুধারামপুর থানার জনৈক রাধারমন নাথের নামে ২৭-১১-৮৪ ইং তারিখে ইস্যু করা হইয়াছে।
		এই প্রসংগে সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র যে সমস্ড় সাক্ষীদের হেফাজত হইতে জব্দ করা হইয়াছে বা যাহাদের উপস্হিতিতে জব্দ করা হইয়াছে সে সব কাগজের জব্দ এবং বিষয় বস্তু সম্পর্কে সাক্ষ্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :-
		বাদী মোঃ ইসহাক মিয়া (যিনি প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন) বলেন যে, তদন্তকালে ১৫-৮-৮৯ ইং তারিখে জব্দ তালিকার সাটুরিয়া সোনালী ব্যাংক লোন কেস নম্বর ২৬২ এর ডিমান্ড লোন ডেবিট ভাউচার যাহার নম্বার এক, ২২২ জব্দ করেন এবং উক্ত ডিমান্ড ডেবিট ভাউচারের অপর পৃষ্ঠায় আসামী হামেলা খাতুন ২টি টিপ সহি করিয়া ১৪-৩-৭৯ ইং তারিখে ৫৯ ,৪০০/= টাকা তাঁতঋণ গ্রহন করেন। জব্দকৃত এবং প্রদর্শনী ৪ হিসাবে চিহ্নিত ডিমান্ড ডেবিট ভাউচারটি পরীক্ষা করিয়া এই সাক্ষীর সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমানিত হয় । সাক্ষী বাদী আরো বলেন যে, তিনি সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখার ডিমান্ড বহি লেজার বহিটি জব্দ করিয়াছে এবং ইযর ১৯৫ নং পাতায় হামেলা খাতুন কর্তৃক লোন কেস নং ২৬২ হিসাবে খুলিয়া উক্ত হিসাবের মাধ্যমে ৫৯ ,৪০০/= টাকা লোন গ্রহনের বিষয় উল্লেখ আছে বলিয়া তিনি তাহার সাক্ষ্যে বলেন । ২ নং সাক্ষী আবুর রফিক মিয়া তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৯৮৭ সনে নভেম্বর মাসে তিনি সোনালী ব্যাংক সাটুরিয়া শাখার ম্যানেজার পদে নিয়োজিত ছিলেন এবং বিগত ২২-৬-৮৮ ইং তারিখে সাটুরিয়া থানার মামলা নং ৬(১০) ৮৭ এর তদন্তকারী দারোগা তাহার ব্যাংক হইতে জব্দ তালিকা মুলে মামলার কাগজ পত্র সমূহ জব্দ করেন । সাক্ষী জব্দ তালিকাটি আদালতে প্রদর্শনী ৫ হিসাবে এবং ইহাতে তাহার স্বাক্ষর ৫ (১) হিসাবে সনাক্ত করেন। ৪ নং সাক্ষী মোঃ শাহজাহান, সিনিয়র কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখা তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৫-৮-৮১ ইং তারিখে বেলা ৪.৩০ টার সময় দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক মোক ইসহাক মিয়া (বাদী) এবং ১ নং তদন্তকারী কর্মকর্তা) তাহার উপস্হিতিতে ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্হাপক জনাব আবদুর রফিক মিয়ার নিকট হইতে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লোন কেস নং ২৬২ এর ডিমান্ড লোন ডেবিট ভাউচার নম্বর ২২২ জব্দ করেন । ৫ নং সাক্ষী রন্জিত কুমার বনিক ও উল্লেখিত জব্দ তালিকার একজন সাক্ষী হিসাবে পূর্ববর্তীর ব্যাংকে সমর্থন করিয়াছেন ৮ নং সাক্ষী মোঃ আবুল খায়ের সহকারী ব্যবস্হাপক (মার্কেটিং) তাঁত বোর্ড তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, ২১-৩-৯০ ইং তারিখে মানিকগঞ্জ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক এস, আর, খোসনোবীশ (২নং তদন্তকারী কর্মকর্তা) তাহার উপস্হিতিতে তাঁতবোর্ড হইতে জব্দ তালিকা, ৮ মুলে ৫ টি রেজিষ্টার জব্দ করিয়াছেন। পরবর্তীতে এস, আর, খোশনোবীশ তাহার দপ্তরে ৩১ টি পাশ বহির নম্বার সম্বলিত একটি তালিকা প্রেরন করিয়া জানিতে চাহেন যে, উল্লেখিত পাশ বহি সমূহ কাহার নামে ইস্যু করা হইয়াছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা এস, আয়, যোগনবীন এর উক্ত তলব অনুসারে তিনি একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। সাক্ষী তাহার দাখিলী প্রতিবেদনটি আদালতে প্রদর্শনী ১০ হিসাবে সনাক্ত করেন। তিনি আরো বলেন যে, পরবর্তীতে আরো ৫ টি পাশবহি কাহার নামে ইস্যু করা হইয়াছে ইহার একটি প্রতিবেদন জনাব এস, আর, খোসনবীশ মহান খোসনবীশ বরাবরে প্রেরন করেন । উক্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী ১০ হিসাবে আদালতে সনাক্ত করেন। মানিকগঞ্জ জেলার তৎকালীন জেলা দুর্নীতি দমন কর্ম কর্মকর্তা ২নং সাক্ষী জনাব আবু ইউসুফ মিয়া তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, ২২-৬-৮৮ ইং তারিখে তিনি তাহার অফিসে সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখায় হাজির করা মতে এই মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট লোন কেস নং ২৬২ এর কাগজ পত্র জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করেন । তিনি জব্দ তালিকাটি প্রদর্শন ৫ হিসাবে আদালতে সনাক্ত করেন । ১০ নং সাক্ষী তাঁত বোর্ডের সদর দপ্তরের কর্মকর্তা মিলন ক্রান্তি বড়ুয়া তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, ২১-৩-৯০ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর অফিসার এসএ, আর খোসনবীশ কে তিনি ২৬টি পাশ বহির নম্বারের বিপরীতে নামের তালিকা সরবরাহ করিয়াছেন। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, উপরে এই মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত কাগজ পত্র/ দলিলাদির বিষয় বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এর সবই তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তাদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে জব্দ করিয়াছেন। *তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার সাক্ষ্যে আরো বলিয়াছেন যে, আসামী হামেলা খাতুনের ব্যবহৃিত বিতর্কিত পাশ বহিতে ইস্যুকারী কর্মকর্তা হিসাবে বস্ত্র দপ্তরের পরিচালক মেজর (অবঃ) এ, কে, এম, আক্তারুজ্জামান এর নামীয় স্বাক্ষরটি তাহার (আক্তারুজ্জামানের) কিনা ইহা পরীক্ষার জন্য সি, আই, ডি, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ গোলাম মোস্তফা তাহার প্রতিবেদনে হামেলা খাতুন কর্তৃক ব্যবহৃত বিতর্কিত ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহিতে মেজর (অবঃ) এ, কে, এম, আক্তারুজ্জামানের নামীয় স্বাক্ষরটির সহিত মেজর (অঃ) আক্তারুজ্জামানের স্বীকৃত এবং তদন্তকালে গৃহীত নমুনা স্বাক্ষরের মিল নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষীতে হামেলা খাতুন কর্তৃক ব্যবহৃত বিতর্কিত পাশ বহিটি জাল বলিয়াও তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার তদন্ত প্রতিবেদন-এ এবং*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন । এই প্রসংগে বস্ত্র দপ্তরের তৎকালীন পরিচালক মেজর (অঃ) এ, কে, এম, আক্তারুজ্জামান ৬ নং সাক্ষী) এবং সি, আই, ডি, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ গোলাম মোস্তফা এর সাক্ষ্যের প্রাসংগিক অংশ এবং হস্তলিপি বিশেষজ্ঞর প্রদত্ত প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট অংশের উল্লেখ নিম্নে করা হইলঃ- *মেজর (অঃ) এ, কে, এম, আক্তারুজ্জামান তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, বস্ত্র দপ্তর হইতে ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে হামেলা খাতুনের নামে ইস্যু দেখানো ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহির ইস্যুকারী পরিচালক হিসাবে তাহার দস্তখত দেখনো আছে, উক্ত দস্তখতটি তাহার নহে। তিনি উক্ত দস্ড়খতকে জাল বলিয়া উল্লেখ করেন । তিনি উক্ত পাশ বহি ইস্যু করেন নাই বলিয়াও তাহার জবান বনিদতে দাবী করেন । তিনি আরো বলেন যে, পাশ বহি এবং তাহার দস্তখত জাল করার অভিযোগ তাহার অফিস পাইয়াছে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন । তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালে তাহার কিছু নমুনা স্বাক্ষর গ্রহন করিয়াছে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য । তিনি ২-৭-৮২ ইং তারিখ হইতে ২০-৫-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত বস্ত্র দপ্তরে পরিচালক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন বলিয়া দাবী করেন। আসামী পক্ষ হইতে জেরা করার সময় তাহাকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, আসামীর নিকট হইতে আর্থিক সুবিধা না পাওয়ায় হস্তলিপি বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরনের জন্য প্রদত্ত নমুনা স্বাক্ষর তিনি ইচ্ছা বা করিয়া অন্য রকম করিয়া দিয়াছেন সাক্ষী এই সাজেশন সত্য নহে বলিয়া তিনি দা দাবী করেন । সি, আই, ডি, হস্তপিপি বিশেষজ্ঞ ১১ নং সাক্ষী গোলাম মোস্তফা তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ২৫-৮-৯০ ইং তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ২১-৫-৯০ ইং তারিখে র ৩৭৫ নং স্বারক মূলে সাটুরিয়া থানার মামলা নং ৬ (৪)৮৯ এর মোকদ্দমা সহ আরো ৩০ টি মোকদ্দমার কাগজপত্র পান এবং উক্ত কাগজ পত্রের প্রয়োজনীয় অংশের আলোকচিত্র গ্রহন করিয়া প্রযোজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন । তিনি মেজর(অবঃ) এ, কে, মএ, আক্তারুজ্জামান এর প্রমান্য স্বাক্ষরগুলিকে 'খ' সিরিজ, তদন্তকালে গৃহীত মেজর (অবঃ) এ, কে, এম, আক্তারুজ্জামানের স্বাক্ষরগুলিকে 'ক' সিরিজ এবং বিতর্কিত পাশ বহি সমূহ মেজর যঅঃ) এ, কে, এম, আক্তারজ্জামানের নামীয় স্বাক্ষরগুলিকে 'গ' সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেন। পরীক্ষা করিয়া তিনি সিদ্ধান্ড়ে উপনীত হন যে, 'ক' এবং 'খ' এবং 'খ' চিহ্নিত স্বাক্ষরগুলি একই ব্যক্তি সম্পাদন করিয়াছে এবং 'গ' চিহ্নিত স্বাক্ষরগুলি 'ক' এবং 'খ' সিরিজের স্বাক্ষর দাতার নহে । তিনি 'গ' সিরিজের এই মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত স্বাক্ষরটিকে 'গ'/২১ " হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন । তিনি তাহার প্রতিবেদনটি আদালতে প্রদর্শনী ১৩ হিসাবে সনাক্ত করেন । এই সাক্ষীকে আসামী পক্ষ হইতে জেরা করা হয়। কিন্তু জেরায় তাহার মতামতকে অবিশ্বাস করার মত কোন কারন আছে এমন কিছু আসামী পক্ষ বাহির করিতে পারে নাই। এই প্রসংগে এই সাইর প্রদত্ত ১৩ নং প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত বিশেষজ্ঞর মতামতটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম । তাহার মতামতে তিনি*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উল্লেখ করেন যে, 'খ' সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত প্রমান্য স্বাক্ষর এবং 'ক' হিসজি হিসাবে চিহ্নিত প্রমান্যস্বাক্ষরগুলি পাশাপাশি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ঐ স্বাক্ষরগুলি একই হাতে সম্পাদিত। স্বাক্ষরগুলির মধ্যে লেখার সাধারন ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের মিল আভ্যান্তরিন এবং " ন্যাচারাল ভেরিয়েশন " বিদ্যমান । তিনি আরো বলেন যে, 'গ' সিরিজের স্বাক্ষররের সহিত 'ক' এবং "খ" সিরিজের স্বাক্ষরের মধ্যে তুলনা করিলে উহাদের মধ্যে (অস্পষ্ট) সাধারন এবং বৈশিষ্টের অমিল পরিলক্ষিত হয় । এই প্রসংগে তিনি তাহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, "মুভমেন্ট স্পীচ এলাইনমেন্ট ডিজাইন স্পেসিং স্বীদ্ধ রিধন" ইত্যাদির অমিল পাওয়া যায় । *সুতরাং, উপরে বর্ণিত সাক্ষ্য প্রমানে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,আসামী হামেনা খাতুন কর্তৃক ব্যবহৃত বিতর্কিত ১৪৬৮১৪ নম্বারের তাঁতঋনের পাশবহিটি (প্রদর্শনী ৬) উল্লেখিত তারিখে অর্থাৎ ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে বস্ত্র দুপুর হইতে তাহার নামে ইস্যু করা হয় নাই। রাষ্ট্র পক্ষের এই অভিযোগের আরো সত্যতা প্রমানিত হয় যে, রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীগনের সাক্ষ্য প্রদত্ত বক্তব্য অনুসারে। বাদী এবং ১নং তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ ইসহাক মিয়া তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, পাশবহি ঋণ গ্রহীতাদেরকে বস্ত্র দপ্তর হইতে আনিতে হয়। ৬ নং সাক্ষী বস্ত্র এর তৎকালীন পরিচালক মেজর (অঃ) এ, কে, এম, আক্তারুজ্জামান তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তাঁতীদের দরখাস্তের ভিক্তিতে বস্ত্র দপ্তর এবং হ্যান্ডলুম বোর্ডের পরিদর্শক সরজমিনে যাচাই বাছাই করিয়া রিপোর্ট দিলে তাহাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে পাশ বহি ইস্যু করা হয় এবং পাশ বহির তালিকা বা দপ্তর হইতে সংশিষ্ট ব্যাংকে প্রেরন করা হয়। অতঃপর তাহাদের দরখাস্তের ভিত্তিতে পাশ বহি এবং সরজমিনে তাঁত পরিদর্শন করিয়া বাংক কর্তৃপক্ষ লোন দিয়া থাকেন । অবশ্য বিতর্কিত পাশ বহিটি এবং একই নম্বারের পাশ বহির অফিস কপিতে উল্লেখ আছে যে, তাঁতীদের গ্রুপ লিডার থাকে । কিন্তু আসামী হামেলা খাতুনের পর হইতে বাদী ও তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদেরকে জেরা করার সময় এই ধরনের কোন সাজেশন দেওয়া হয় নাই যে, হামেলা খাতুন নিজে অথবা কোন গ্রপ লিডারের মাধ্যমে বিতর্কিত পাশ বহিটি বস্ত্র দপ্তর হইতে সংগৃহীত করিয়াছে। তাহাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরিক্ষা করার সময়ও এইধরনের কোন বক্তব্য রাখে নাই যে, সে নিজে তাঁতঋণ - এর পাশ বহির জন্য বস্ত্র দপ্তরে আবেদন করিয়াছে বা বস্ত্র দপ্তর হইতে সরাসরি তাহাকে কিংবা কোন প্রতিনিধি বা গ্রুপ লিডারের মাধ্যমে বিতর্কিত তাঁতঋনের পাশ বহিটি প্রদান করা হইয়াছে। আসামী হামেলা খাতুনের নামে বিতর্কিত পাশ বহিটি বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যু করা হয় নাই এবং সে যে বা দপ্তরের তালিকাভুক্ত তাঁতী নহে রাষ্ট্র পক্ষে এই অভিযোগ সমর্থীত হয় তদন্ত কালে জব্দকৃত তাহার নামে লোন কেস নম্বার ২৬২ এর ফাইলে রক্ষিত ১৩-৩-৮৪ ইং তারিখে দাখিলী তাহার তাঁত ঋণের আবেদন পত্রটি পর্যালোচনা করিলে। উক্ত তাঁতঋণ প্রদানের জন্য বস্ত্র দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সুপারিশের আবেদন পত্রের বিধান থাকিলেও তাহার আবেদন পত্রে বস্ত্র দপ্তর কোন কর্মচারীর সুপারিশ নাই এ এবং হ্যান্ডলুম বোর্ডের সংশিষ্ট কর্মচারীর সুপারিশের জন্য নির্ধারিত স্হান ফাঁকা রহিয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রমানিত হয় যে, তাহার নামে যদি সত্য সত্যিই বা দপ্তর হইতে তাঁতঋণের বিতর্কিত পাশ বহিটি ইস্যু করা হইত বা সে যদি বা দপ্তরের তালিকাভুক্ত তাঁতী হইত তাহা হইলে তাহার আবেদন পত্রের উপর সে তাঁত বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সুপারিশ সহ তাঁতঋনের জন্য আবেদন করিত । ইহা ছাড়া তদকালে বস্ত্র দপ্তর, তাঁত বোর্ড এবং সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখা হইতে জব্দকৃত কাগজ পত্র পর্যালোচনা করিয়া এমন কোন প্রমান পাওয়া যাইতেছে না যে, হামেলা খাতুন বস্ত্র দপ্তর এর একজন তালিকাভুক্ত তাঁতী ছিল বা আছে। *অতএব, প্রাসংগিক বিষয়ে উপরোল্লিত সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হইয়াছে যে, আসামী হামেলা খাতুন এজাহার এবং অভিযোগ পত্রে বর্ণিত ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে তাহার নামে ইস্যু দেখানো ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহিটি প্রকৃত পক্ষে তাহার নামে বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যু না করা সত্ত্বেও এবং সে বস্ত্র দপ্তরের তালিকাভুক্ত তাঁতী না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত পাশ বহিটিকে জাল জানিয়াও জাল বহিটিকে আসল পাশ বহি হিসাবে ব্যবহার করিয়া সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখা হইতে ১৮/৩/৯৪ ইং তারিখে ৫৯,৪০০/= টাকা তাঁতঋণ গ্রহন করিয়াছে এবং ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্হ করিয়া নিজে লাভবান হইয়াছে । সুতরাং, ১নং বিচার্য বিষয়টি আসামী হামেলা খাতুনের বিরুদ্ধে নিস্পত্তি হইল।* <u>*বিচার্য বিষয়-২ঃ-*</u> *১ নং বিচার্য বিষয়ের উপর আলোচনা করিতে গিয়া সাক্ষ্য প্রমানের যে পর্যালোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, হামেলা খাতুন বিতর্কিত জাল পাশ বহিটিকে আসন পাশ বহি হিসাবে ব্যবহার করিয়া প্রতারনার মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখা হইতে ঋণ গ্রহন করিয়া আর্থিক লাভবান হইলেও উক্ত ডান পাশ বহিটি যে সে নিজে প্রস্তুত করিয়াছে এই ধরনের কোন প্রমান আদালতের সামনে পাওয়া যায় নাই। তবে কিভাবে উক্ত জাল পাশ বহিটি তাহার নিকট আসিয়াছে তাহাও সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা পরিস্কারভাবে বুঝা যাইতেছে না। তবে সে বস্ত্র দপ্তর এর তালিকাভুক্ত তাতী না হওয়া সত্ত্বেও এবং বস্ত্র দপ্তর হইতে তাহার নামে ইস্যা দেখানো ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহিটি ইস্যু না হওয়া সত্ত্বেও এবং ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে উল্লেখিত নম্বারের কোন পাশ বহি বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যু না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভুয়া পাশ বহিকে আসল পাশ বহি হিসাবে ব্যবহার করিয়া আসামী হামেলা খাতুন দন্ড বিধির ৪৭১ ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের দায়ে আইনত শাস্তি পাইবার অধিকারী তাহার বিরুদ্ধে আনীত দন্ড বিধির ৪০৯/৪৬৭ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় প্রমানিত হয় নাই। যদিও হামেলা খাতুন প্রদর্শনী ৬ হিসেবে চিহ্নিত ১৪৬৮১৪ নম্বারের পাশ বহিটি তাহার নামে*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ইস্যু হয় নাই জানিয়া এবং উক্ত পাশ বহিটি একটি ভুয়া পাশ বহি হিসাবে জানিয়াও উক্ত পাশ বহিটিকে আসন পাশ বহি হিসাবে ব্যবহার করিয়া দন্ড বিধির ৪৭১ ধারায় বর্ণিত অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু তাহার এরূপ কার্য দ্বারা তাহাকে দন্ড বিধির বিধির ৪২০ ধারায় দোষী সাব্যস্ড় করা যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করি না এই জন্য যে, আসামী হামেলা খাতুন ২নং আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের সহিত দন্ড বিধির ৪২০ ধারায় বর্ণিত মতে কোন প্রতারনা করে নাই। এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান এই ধরনের কোন অভিযোগও করে নাই যে, আসামী হামেলা খাতুন এ,টি তাহার সহিত প্রতারনা করিয়াছে। বরং, ২ নং আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, আসামী হামেলা খাতুন কর্তৃক জাল পাশবহিকে আসল পাশ বহি হিসাবে ব্যবহারের কাছে জানিয়া শুনিয়া সহযোগিতা করিয়া এজাহারে বর্নিত জাল পাশ বহির ভিত্তিতে আসামী হামেলা খাতুনকে ৫৯,৪০০/= টাকা তাতঋণ মঞ্জুর করিয়া আসামী হামেলা খাতুনকে অবৈধ ভাবে লাভবান করিতে সহযোগিতা করিয়াছে। অতএব, বর্ণিত কারনে আসামী হামেলা খাতুনের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই বলিয়া আমি মনে করি এবং আসামী হামেলা খাতুন উল্লেখিত ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করিয়াছে মর্মে আনিত অভিযোগ হইতে খালাস পাইবে।

বিচার্য বিষয় ৩ এবং ৪ ঃ-

এই মোকদ্দমায় জব্দকৃত এবং আদালতে প্রদর্শনী হিসাবে দাখিলী দালিলিক প্রমান এবং ইতিপূর্বে আলোচিত মৌখিক সাক্ষ্য প্রমানের আলোকে যে পর্যালোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১নং আসামী হামেলা খাতুন বস্ত্র দপ্তরের কোন তালিকাভুক্ত তাঁতী না হওয়া সত্ত্বেও এবং বস্ত্র দপ্তর হইতে ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে তাহার নামে ১৪৬৮১৪ নম্বারের তাঁত ঋনের কোন পাশ বহি ইস্যু না হওয়া সত্ত্বেও হামেলা খাতুন তাহার নামে ১৫-১-৮৪ ইং তারিখে বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যু দেখানো ১৪৬৮১৪ নম্বারের ভুয়া পাশ বহিটি কে আসল পাশ বহি হিসাবে ২নং আসামী সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখার তৎকালীন ম্যানেজার এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের নিকট দাখিল করিয়া ৬৪,০০০/= টাকা তাঁতঋণের আবেদন করিলে ২নং আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান ১৩-৬-৮৪ ইং তারিখে ১নং আসামীকে ৫৯,৪০০/= টাকা তাঁতঋণ মঞ্জুর করেন এবং আসামী হামেলা খাতুনের নামে তাহার ব্যাংক তাঁতঋণ এ্যাকাউন্ট নম্বার ২৬২ এর মাধ্যমে উক্ত তাঁতঋণ হামেলা খাতুনকে প্রদান করেন। আসামী আসাদুজ্জামানের আরো অভিযোগ করা হয় যে, হামেলা খাতুনের তাঁতঋনের উপর হামেলা খাতুন বস্ত্র দপ্তরের তাঁত ভুক্ত প্রকৃতি তাঁতী কিনা এবং তাহার দাখিলী তাঁতঋনের পাশ বহিতে উল্লেখিত সংখ্যক তাঁত বাস্তবে আছে কিনা তাহা যাচাই বাছাই না করিয়া হামেলা খাতুনেক উল্লেখিত পরিমান তাঁতঋণ মঞ্জুর করিয়া হামেলা খাতুন কর্তৃক জাল জালিয়াতির মাধ্যমে পাশ বহি ব্যবহার করিয়া আর্থিক লাভবান হওয়ার কাজে আসামী এ,

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		টি, এম, আসাদুজ্জামান তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করার সময় আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান কোন আত্মরক্ষা মূলক বক্তব্য রাখে নাই। এমনকি তাহার পক্ষ হইতে রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদেরকে জেরা করার সময়ও প্রদত্ত সাজেশনের মাধ্যমে কোন সুস্পষ্ট সাজেশন প্রদান করিয়া দাবী করে নাই যে, হামেলা খাতুনের তাঁতঋণের আবেদনের পর সে যাচাই বাচাই করিয়া তাহাকে তালিকাভুক্ত প্রকৃতি তাঁতী হিসাবে পাইয়াছে কিংবা সরজমিনে তার তাঁত পরিদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া উল্লেখিত ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে । *মোকদ্দমার যুক্তিতর্ক শুনানীর সময় রাষ্ট্র পক্ষ হইতে বিজ্ঞ এ,পি, পি, তাঁত ঋণ সংক্রান্ত সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্য্যালয়, রমনা, ঢাকা হইতে ২৯-১-৮৪ ইং তারিখে ইস্যুকৃত ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক, সাটুরিয়া শাখার বরাবরে প্রেরিত ২১৭/৭৫৫ নং স্মারকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া বলেন যে, সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যুকৃত পাশ বহির ভিত্তিতে উক্ত পাশ বহিতে উল্লেখিত তাঁত মালিকদেরকে ঋণ মঞ্জুরের পূর্বে তাঁত পরিদর্শন এবং যাচাই করে দেখিবার জন্য বলা হইলেও ২নং আসামী আসাদুজ্জামান কোনরূপ সরজমিনে তদন্ত না করিয়া আসামী হামেলা খাতুনকে তাহার জাল পাশবহির ভিত্তিতে ১৩-৪-৮৪ ইং তারিখে ৫৯,৪০০/= টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। তদন্তকালে জব্দকৃত আসামী হামেলা খাতুনকে তাঁতঋণ মঞ্জুর সংক্রান্ত ২৬২ নং নথী পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, তাঁতঋণ মঞ্জুরের পূর্বে আসামী হামেলা খাতুনের দরখাস্তের ভিত্তিতে আসামী আসাদুজ্জামান সরজমিনে গিয়া হামেলা খাতুনের প্রকৃত তাঁত আছে কিনা তাহা সরজমিনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বা হামেলা খাতুন যে, বস্ত্র দপ্তর হইতে ইস্যুকৃত তাঁতীদের যে তালিকা উক্ত তালিকার একজন তালিকাভুক্ত তাঁতী কিংবা বস্ত্র দপ্তর হইতে প্রেরিত তাঁতঋণ মঞ্জুর সংক্রান্ত পাশ বহি ইস্যুকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নমুনা স্বাক্ষরের সহিত হামেলা খাতুনের দাখিলী পাশ বহি উল্লেখিত ইস্যুকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরের সহিত এ তুলনা করিয়া দেখিয়া হামেলা খাতুন একজন প্রকৃত তাঁতী এই মর্মে সন্তোষ্ট হইয়া ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন ইশ্বর কোন প্রমান বা এই সম্পর্কিত কোন নোট জব্দকৃত লোন কেস নং ২৬২ এর নথীতে সন্নিবেশীত নাই। অর্থাৎ ২নং আসামী হামেলা খাতুনকে ১৩-৩-৮৪ ইং তারিখে তাঁতীঋণ মঞ্জুরের বহু পূর্বে ২৯-১-৮৪ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় হইতে ইস্যুকৃত ২৭৭/৭৫৫ নং স্মারকের নির্দেশ প্রতিপালন না করিয়া উক্ত ঋণ মঞ্জুর করিয়ায় এবং হামেলা খাতুনের দরখাস্ত দাখিলের তারিখে ১ দিন পরে অর্থাৎ ১৪-৩-৮৪ ইং তারিখে ঋণ মঞ্জুরের চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ঋণ প্রদান করা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আসামী হামেলা খাতুন যে বস্ত্র দপ্তরের তালিকাভুক্ত একজন প্রকৃত তাঁতী নহে ইহা তিনি জানিতেন এবং হামেলা খাতুনের আবেদনের উপর যথাযথরূপে এবং সরজমিনে পরিদর্শন অন্তে সে প্রকৃত তাঁতী কিনা ইহা নির্নয় না করিয়া এবং হামেলা খাতুনের তাঁত ঋণের আবেদন পত্রে বর্ণিত বিধি*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোতাবেক তাঁত বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও হামেলা খাতুনকে ঋণ মঞ্জুর করা হইতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় যে, আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান কর্তৃক হামেলা খাতুনের একটি জাল পাশ বহির ভিত্তিতে তাহার ব্যাংক তাতীঋণের আবেদন করিয়াছে ইহা তিনি জানিয়া শুনিয়া হামেলা খাতুনকে এজাহারে বর্ণিত তাঁতঋণ মঞ্জুর করিয়া অবৈধ ভাবে সহযোগিতা করিয়া ২ নং আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় বর্নিত অপরাধ করিয়াছে এবং আসামী হামেলা খাতুন কর্তৃক তাঁতঋণের এক জাল পাশ বহিকে আসল পাশ বহি হিসাবে ব্যবহার করিয়া হামেলা খাতুন কর্তৃক দন্ড বিধির ৪৭১ ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের কাজে জানিয়া শুনিয়া সহযোগিতা করিয়া আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান নিজেই দন্ড বিধির ৪৭১/ ১০৯ ধারায় অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন। ফলে আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ৪৭১/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৪৭১/১০৯ ধারায় এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় বর্নিত শাস্তি পাইবার অধিকারী এবং আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০ এবং ৪৬৭ ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ সান্ধ্য প্রমান পর্যালোচনায় প্রমানিত হয় নাই বলিয়া আমি মনে করি। সুতরাং, ৩ এবং ৪ নং বিচার্য বিষয় ২টি, এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে নিস্পত্তি হইল *যেহেতু, এই মোকদ্দমায় আসামী হামেলা খাতুন কর্তৃক ভুয়া পাশ বহি ব্যবহার করিয়া সোনালী ব্যাংক সাটুরিয়া শাখা হইতে তাঁত ঋণ হিসাবে উত্তোলন কৃত ঋণের পরিমান খুব বেশী নহে এবং উক্ত আসামী একজন মহিলা এই বিবেচনায় তাহাকে অপেক্ষাকৃত লঘু সাজা প্রদান করিলে তাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থি হইবে না বলিয়া আমি মনে করি এবং অপর আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামান শুধু আসামী হামেলা খাতুনকে উল্লেখিত অপরাধ সংঘটনের কাজে সহায়তা করিয়াছে এবং নিজে মূল অপরাধ করে নাই ঐ বিবেচনায় তাহাকে অপেক্ষাকৃত লুঘ দন্ড প্রদান করিলে তাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থি হইবেনা বলিয়া আমি মনে করি।* *সুতরাং,* *আদেশ হইতেছে যে,* *আসামী হামেলা খাতুনের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমায় আনীত দন্ড বিধির ৪৭১ ধারায় বর্নিত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে এক (১) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৬০,০০০/= (ষাট হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল।* *আসামী হামেলা খাতুনের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭ ধারা এবং তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাহাকে উল্লেখিত ধারা সমূহে আনীত অভিযোগ হইতে*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		খালাস দেওয়া হইল। *আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪৭১/১০৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৬০,০০০/= (ষাট হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল ।* *আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (১) (সি) ধারায় বর্ণিত অপরাধ করিয়াছে মর্মে প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে উল্লেখিত আইনের ৫ (২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হইল।* *আসামী এ, টি, এম, আসাদুজ্জামানকে প্রদত্ত দন্ড বিধির ৪৭১/১০৯ ধারার এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় প্রদত্ত উভয় দন্ডাদেশ আসামী একই সাথে ভোগ করিবে। জামিনে থাকা আসামীদের জামিন বাতিল করা হইল। তাহাদের নামে জেল ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হউক ।* *আমার কথামত লেখা ও শুদ্ধ করা হইল।* *স্বা/-অস্পষ্ট* *(মোঃ তারিক হায়দার)* *২০.০৮.৯৫* *অতিরিক্ত দায়রা জজ,* *মানিকগঞ্জ।* প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি নামঞ্জুর যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি নামঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং-৬/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২০.০৮.১৯৯৫ তারিখে রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ